বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

এফইআইডি সার্কুলার পত্র নং-০১

তারিখ: ১২ মাঘ, ১৪২৮ / ২৬ জানুয়ারী, ২০২২

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত
সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস।

প্রিয় মহোদয়গণ,

''মূলধনি হিসাব লেনদেন (বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা, ২০২২" শীর্ষক প্রজ্ঞাপন প্রসঙ্গে।

Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর Section 27 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ০৯ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে এস. আর. ও নং ০৮-আইন/২০২২ এর মাধ্যমে ''মূলধনি হিসাব লেনদেন (বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা, ২০২২" (কপি সংযুক্ত) জারি করা হয়েছে।

০২। আলোচ্য বিধিমালার আওতায় উপযুক্ত আবেদনকারী কর্তৃক বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগের প্রস্তাব বিধি ৫ এ উল্লিখিত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তথ্যাদিসহ আবেদনপত্র মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর দাখিল করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা গেলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী: বর্ণনা মোতাবেক।

(আবু ছালেহ মুহম্মদ সাহাব উদ্দীন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন ঃ ৯৫৩০৪৮৮

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং ০৮-আইন/২০২২।—Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 27 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা মূলধনি হিসাব লেনদেন (বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) 'অনুমোদিত ডিলার' অর্থ আইন এর section 2 এর clause (a) তে সংজ্ঞায়িত "authorized dealer";

(খ) 'আইন' অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947);

(গ) 'আর্থিক বিবরণী' অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী;

(ঘ) 'আবেদনকারী' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী;

মূল্য : টাকা ২৪·০০

(ঙ) ‘গাইডলাইন্স (Guidelines)’ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বা জারীকৃত কোনো গাইডলাইন্স;

(চ) ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972) এর article 2 এর clause (c) তে উল্লিখিত “Bangladesh Bank”;

(ছ) ‘মূলধনি হিসাব লেনদেন’ অর্থ আইন এর section 2 এর clause (aa) তে সংজ্ঞায়িত “capital account transaction”;

(জ) ‘রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত (Retention) কোটা হিসাব’ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018 এর Vol-I এর Chapter 13 এর Section IV ও তৎপরবর্তী সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী খোলা ও পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব;

(ঝ) ‘বাছাই কমিটি’ অর্থ বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটি;

(ঞ) ‘বৈদেশিক মুদ্রা’ অর্থ আইনের section 2 এর clause (c) এ সংজ্ঞায়িত “foreign currency”;

(ট) ‘বিনিয়োগ গন্তব্য’ অর্থ বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশ বা অঞ্চল, যাহার বিধি-বিধান অনুযায়ী সেইখানে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রহিয়াছে;

(ঠ) ‘বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ’ অর্থ বিদেশে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অথবা বাংলাদেশের বাহিরে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বা স্বার্থ নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার ক্রয় করা;

(ড) ‘ফরম’ অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঢ) ‘সাবসিডিয়ারি কোম্পানি’ অর্থ এমন কোনো অধীনস্থ কোম্পানি, যাহার—

(১) পরিচালক পরিষদের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে আবেদনকারী; অথবা

(২) পরিচালক পরিষদের মোট ভোটদান-ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করে আবেদনকারী; অথবা

(৩) ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের নামিক মূল্যের (nominal value) অর্ধেকের বেশি ধারণ করে আবেদনকারী; অথবা

(৪) উহা এইরূপ একটি তৃতীয় কোম্পানির অধীনস্থ, যাহা আবেদনকারীর অধীনস্থ কোম্পানি।

৩। **বিনিয়োগ গন্তব্যের উপযুক্ততা।**—(১) নিম্নোক্ত দফা (ক) হইতে (ঘ) এ উল্লিখিত দেশসমূহে বাংলাদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব অগ্রাধিকার পাইবে, যথা :—

(ক) যে সকল দেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের কাজ করিবার ও তাহাদের অর্জিত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনয়নে কোনো বিধিনিষেধ নাই;

(খ) যে সকল দেশের সহিত বাংলাদেশের দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি রহিয়াছে;

(গ) যে সকল দেশে বাংলাদেশি বিনিয়োগ এবং তথা হইতে মূলধনি লাভসহ মূলধন, মুনাফা, লভ্যাংশ, সুদ, শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিনিয়োগ বিলুপ্তির ফলে অবশিষ্ট অর্থ এবং অন্যান্য আয় হিসেবে স্বীকৃত যেমন: কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, রয়্যালটি, পরামর্শক ফি, কমিশন বা অন্যান্য প্রাপ্য বা পাওনা বাংলাদেশে ফেরত আনয়ন অনুমোদিত; এবং

(ঘ) যে সকল দেশের সহিত বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি রহিয়াছে।

(২) নিম্নোক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত দেশসমূহে বাংলাদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইবে না, যথা :—

(ক) জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), অফিস অব ফরেন এ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) কর্তৃক যে সকল দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে;

(খ) ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) এর আওতায় যে সকল দেশের বিরুদ্ধে FATF কর্তৃক প্রতিব্যবস্থা (counter measure) গ্রহণের নির্দেশনা রহিয়াছে; এবং

(গ) বাংলাদেশের সহিত যে সকল দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই।

৪। **আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পূর্বশর্ত, যোগ্যতা, ইত্যাদি।**—(১) রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত (Retention) কোটা হিসাবে পর্যাপ্ত স্থিতি রহিয়াছে এমন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশে বিনিয়োগের লক্ষ্যে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটিকে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তুতকৃত অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হইতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Guidelines on Risk Based Capital Adequacy এ নির্ধারিত ম্যাপিং অনুযায়ী আবেদনকারীর ক্রেডিট রেটিং গ্রেড অন্যূন ২ (দুই) হইতে হইবে।

(৪) দেশের বাহিরে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাধারণভাবে আবেদনকারীর বাংলাদেশস্থ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুরূপ বা সহায়ক বা সম্পূরক হইতে হইবে।

(৫) বিনিয়োগ প্রস্তাবটি নির্ভরযোগ্য সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হইতে হইবে।

(৬) বিনিয়োগ প্রস্তাবটিতে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় অর্জনের সম্ভাবনাময় উৎস হইবার পাশাপাশি বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিতে হইবে এবং উহাতে বিদেশে বাংলাদেশি ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকিতে হইবে।

(৭) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিচালনা, অর্থায়ন ও বিনিয়োগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল বা মানবসম্পদ থাকিতে হইবে।

(৮) উপ-বিধি (১) হইতে (৭) এ বর্ণিত পূর্বশর্ত সাপেক্ষে, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ (ফরম-১ মোতাবেক);

(খ) বিদেশি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ (ফরম-২ মোতাবেক) অথবা, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ (ফরম-৩ মোতাবেক);

(গ) বিদেশে বিনিয়োগ প্রস্তাবকারী কোম্পানির পরিচালকগণের অঙ্গীকারনামা (ফরম-৪ মোতাবেক);

(ঘ) অনুমোদনের সময়ে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ গন্তব্যের ব্যবসায়িক পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ফরম-৫ মোতাবেক);

(ঙ) বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত সময়ে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানিমূল্য ফেরত আসিয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের সনদ;

(চ) সকল প্রকার আমদানি দায় নিষ্পত্তির সপক্ষে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের সনদ;

(ছ) কোনো খেলাপি ঋণ বা অসমন্বিত পুনর্গঠিত বৃহৎ ঋণ নাই মর্মে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের সনদ;

(জ) হালনাগাদ শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধের সপক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সনদ।

৫। **বিনিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া, বিবেচ্য বিষয়, ইত্যাদি।**—(১) আবেদনকারী কর্তৃক বিদেশে কোনো কোম্পানির ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ এবং আইনের section 5 এর sub-section 1(a) হইতে sub-section 1(e) তে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখার মাধ্যমে বিধি ৪ এ উল্লিখিত কাগজপত্র এবং ফরম ১ হইতে ৫ যথাযথভাবে পূরণপূর্বক আবেদনপত্র মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(২) প্রাপ্ত প্রস্তাবটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা মূল্যায়নসহ আবেদনকারীর বিদেশে বিনিয়োগের নিমিত্ত প্রেরণযোগ্য অর্থ, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় অপরাপর যোগ্যতা, বৈদেশিক খাতের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর বর্তমান অবস্থা এবং অত্যাসন্ন পরিবর্তন, বিনিয়োগ প্রস্তাবিত দেশের ঝুঁকি, উক্ত দেশের আইন, বিধিবিধান, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত জটিলতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক বাছাই কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

৬। **বাছাই কমিটি, সভা, অনুমোদন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি।**—(১) আবেদনকারীর বিদেশে বিনিয়োগ প্রস্তাব পর্যালোচনা, বিনিয়োগের সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনঃবিনিয়োগের সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	-	সভাপতি
(খ)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী সদস্য	-	সদস্য
(ঘ)	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের একজন কমিশনার	-	সদস্য
(ঙ)	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(চ)	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য	-	সদস্য
(ছ)	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধক	-	সদস্য
(জ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঝ)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঞ)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ট)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মহাপরিচালক	-	সদস্য
(ঠ)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ড)	প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঢ)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ণ)	মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক	-	সদস্য-সচিব

(২) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) সভাপতি এবং অন্যূন ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) সভাপতি এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সভাপতি, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যেকোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

(৮) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক বাছাই কমিটি দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৯) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাছাই কমিটি প্রয়োজনে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, কোনো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, কমিটি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, হাইকমিশন, বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাছাই কমিটি প্রয়োজনে, প্রস্তাবিত বিনিয়োগের বাজার ঝুঁকি, তারল্য, ঋণ, পুনঃবিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনাপূর্বক একটি Due diligence প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাই কমিশনকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(১০) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বাছাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক-কে পত্র মারফত অবহিত করিবে এবং পত্রের কপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(১১) প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অনুমোদনপত্রের কপি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১২) অনুমোদনের কোনো শর্তের লঙ্ঘন বা আইনের কোনো বিধিবিধান অথবা উহার অধীন জারীকৃত কোনো নির্দেশনা লঙ্ঘনের দায়ে অনুমোদিত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক বাছাই কমিটি প্রদত্ত বিনিয়োগের অনুমোদন বাতিল, প্রত্যাহার বা স্থগিত করিতে পারিবে।

৭। **ইক্যুইটি বিনিয়োগের সীমা।**—(১) আবেদনকারী রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত (Retention) কোটা হিসাবে পর্যাপ্ত স্থিতি থাকা সাপেক্ষে বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাৎসরিক গড় রপ্তানি আয়ের অনধিক ২০% অথবা সর্বশেষ নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নিট সম্পদের ২৫%, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম তাহার অধিক হইবে না।

(২) বাছাই কমিটি, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, বিনিয়োগের সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮। **সাধারণ নির্দেশনা ও শর্তসমূহ।**—অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নির্দেশনাবলি ও শর্তসমূহ পরিপালন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বিদেশে বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি শেয়ার হস্তান্তরকারীর অনুকূলে প্রেরণ করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগের অর্থ প্রেরণের সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র ও দলিল অর্থ প্রেরণকারী ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থার পরিদর্শনের নিমিত্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিদেশে কোম্পানি স্থাপনের জন্য অনুমোদিত প্রাথমিক মূলধন প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) যদি কোনো কারণে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনিতে হইবে;

(ঘ) অর্থ ফেরত আনয়নে কী কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইতেছে তাহা এবং উহার অগ্রগতি, সময় সময়, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিতে হইবে;

(ঙ) বিনিয়োগ গন্তব্যস্থলে বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান শুধু ধারে পণ্য বিক্রয় ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না;

(চ) বিনিয়োগপ্রসূত আয়, লভ্যাংশ বা শেয়ার বিক্রীত অর্থ এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অবসায়নজনিত প্রাপ্য অর্থ, ইত্যাদি বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনঃবিনিয়োগ করা যাইবে না;

(ছ) বিনিয়োগকারী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী কোনো প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিবে না এবং এইরূপ কোনো প্রকার কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে না;

(জ) অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি অবমাননাকর আচরণ ও মন্তব্য এবং বর্ণবাদী আচরণ ও কার্যকলাপের বিষয়ে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(ঝ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নিকট হইতে প্রাপ্য সকল পাওনা, যেমন-মুনাফা বা লভ্যাংশ, সুদ, শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিনিয়োগ বিলুপ্তির ফলে অবশিষ্ট অর্থ বেতন, রয়্যালটি, কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, পরামর্শ ফি, কমিশন, ইত্যাদি অর্জিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ (remit) করিতে হইবে;

(ঞ) এই বিধিমালা, অনুমোদনপত্র অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান অন্য কোনো বিধিবিধান লঙ্ঘনের কারণে প্রদত্ত বিনিয়োগ অনুমোদনপত্র বাতিল করতঃ বিনিয়োগকৃত অর্থসহ অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ অনতিবিলম্বে দেশে ফেরত আনয়নের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এবং উহাদের পরিচালকগণ এবং অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(ট) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ইক্যুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের বাহিরে নিবন্ধিতব্য বা প্রতিষ্ঠিতব্য ও অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সম্পূর্ণ মালিকানা বা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এইরূপ সংখ্যক শেয়ার ধারণ করিতে হইবে;

(ঠ) বাংলাদেশের বাহিরে স্থাপিত কোম্পানি উহার ব্যবস্থাপনা পর্যায় হইতে সকল পর্যায়ে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গন্তব্যের আইন অনুসরণপূর্বক সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশিদের নিয়োগ প্রদানে সচেষ্ট থাকিবে;

(ড) বিনিয়োগ গন্তব্যের সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ঘটনাবলি যাহা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য সুযোগ বা হুমকি সৃষ্টি করিতে পারে সেই সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়া একটি ব্যবসায় পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন ফরম ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঢ) দফা (ড) তে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য ও সুপারিশসহ সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহার অনুলিপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ এর অনুকূলে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবেদনের কোনো বিষয়বস্তু, কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতার উদ্ভব না ঘটিলে, বিনিয়োগ স্থানের কাহারও নিকট প্রকাশ করা যাইবে না।

৯। **অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি জামানতের ব্যবহার**।—(১) বাংলাদেশ হইতে ইক্যুইটি বা ঋণ অর্থায়ন ব্যতিরেকেও বৈদেশিক উৎসের ঋণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিনিয়োগ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তাব বিবেচনার সময় বাংলাদেশে অবস্থিত সম্পদ বৈদেশিক ঋণদাতার অনুকূলে জামানত হিসেবে প্রদান বা রক্ষণের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রস্তাব অনুমোদনের সময় আবেদনকারীর অন্যান্য ঋণদাতার (যদি থাকে) সম্মতিক্রমে উদ্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে পূর্ববর্তী সকল চার্জের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে (pari-passu) অনুমোদন প্রদান করা যাইবে।

১০। **বিনিয়োগ যাচাইকরণ ও সরেজমিনে পরিদর্শন**।—(১) বিনিয়োগের প্রমাণস্বরূপ শেয়ার সার্টিফিকেট অথবা অন্য কোনো ডকুমেন্ট ইস্যুকৃত হইলে তাহা অনতিবিলম্বে বিনিয়োগকারী কর্তৃক অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করিবে এবং গৃহীত ডকুমেন্টের যথার্থতা ও সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে।

(৩) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংককে এই সংক্রান্ত একটি প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করিবে।

(৪) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোনো সময় বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক বিদেশে বিনিয়োগ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং পরিদর্শনে বিনিয়োগকৃত দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হাইকমিশন বা, ক্ষেত্রমত, দূতাবাস সংশ্লিষ্ট থাকিবে।

১১। **সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দায়**।—বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখা, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানি নিম্নরূপ নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করিবে, যথা :—

(ক) বিদেশে কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিনিয়োগকৃত দেশের সরকার কিংবা সরকারের সংবিধিবদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কোম্পানির নিবন্ধন সনদ, সংঘবিধি ও সংঘ-স্মারক, ব্যবসায় শুরুর প্রত্যয়নপত্রসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এর কপি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর যথাযথভাবে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত দলিলাদিতে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন বা, ক্ষেত্রমত, দূতাবাস এর প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে;

(খ) বিদ্যমান কোনো কোম্পানি শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিপত্র, বিনিয়োগকৃত দেশের সংবিধিবদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শেয়ার অর্জনের প্রত্যয়নপত্র এবং বিনিয়োগকারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত শেয়ার সার্টিফিকেটের কপি বাংলাদেশ হাইকমিশন বা, ক্ষেত্রমত, দূতাবাস এর অনুমোদনক্রমে, অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) শেয়ার ইস্যু বা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট ইংরেজি ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ভাষায় ইস্যুকৃত হইলে উক্ত সার্টিফিকেট ইংরেজিতে ভাষান্তরক্রমে উহার কপিসহ বিনিয়োগকৃত দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক শেয়ার ইস্যু বা হস্তান্তর যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে উহা নোটারি (Notarized) করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঘ) বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদনকালে ও অনুমোদন পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কোনো প্রকার মিথ্যা তথ্য, জাল ও প্রতারণামূলক কাগজপত্র দাখিল করিবে না এবং সঠিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও অহেতুক বিলম্ব করিবে না; এবং

(ঙ) বিদেশে বিনিয়োগের বিষয়টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ (Disclosure) করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ হইতে বিদেশে বিনিয়োগের অর্থ কেবল গন্তব্য দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংকের মাধ্যমে যথাযথভাবে বিদেশে গঠিত ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

১২। **সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়**।—সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত করণীয় অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশি কোম্পানি উহার বিদেশস্থ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ধারণকৃত শেয়ার অপর বাংলাদেশি কোম্পানির নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারিবে এবং এইরূপ শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় সম্পন্ন হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত শেয়ার হস্তান্তরকারী কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কপিসহ অনুমোদিত ডিলার

ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন শেয়ারধারী কোম্পানি বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীকে প্রদত্ত অনুমতিপত্রের সকল শর্তাদি বা নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে;

(খ) বাংলাদেশি কোম্পানি কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার বিদেশি এর নিকট অথবা বিদেশি কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার বাংলাদেশি কোম্পানির নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) বিদেশি কোম্পানির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বা প্রসিদ্ধ মার্চেন্ট বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক শেয়ারের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) যে কোনো পুঁজি বাজারে কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি তালিকাভুক্ত করিতে হইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) বিনিয়োগকৃত কোম্পানির বিনিয়োগ প্রত্যাহার অথবা অবসায়নের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহা পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কে অবহিত করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে লেনদেন সংঘটিত হইবার পর পরই বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অন্যান্য প্রাপ্তি বাংলাদেশে ফেরত আনিতে হইবে; এবং

(চ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ প্রত্যাহার বা অবসায়নের ফলে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত আনয়নপূর্বক তাহার বিস্তারিত বিবরণ নির্ধারিত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ ফেরতের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১৩। **বিদেশে শাখা খোলা।**—(১) Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018 এর Vol-I এর Chapter 10 এর section 24 ও তৎপরবর্তী সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশি কোম্পানিসমূহ বিদেশে তাহাদের শাখা অফিস স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উহার সংশ্লিষ্ট Appendix মোতাবেক নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) যে সকল কোম্পানি বিদেশে শাখা অফিস এর ব্যয় রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা (Exporter's Retention Quota) হইতে নির্বাহ করে সেক্ষেত্রে সকল কোম্পানি Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018 এর Vol-I এর সংশ্লিষ্ট Appendix মোতাবেক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট দাখিল করিবে।

১৪। **বৎসরভিত্তিক বা বিশেষ আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রতিবেদন দাখিল।**—অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এবং আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি বা কাগজপত্র, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(খ) বিনিয়োগকৃত দেশের যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বার্ষিক শেয়ার মূলধনের সংক্ষিপ্তসার এবং শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা;

(গ) বিনিয়োগকৃত দেশের যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির বিবরণী এবং এতদসংশ্লিষ্ট কোনোরূপ পরিবর্তনের তথ্য, যদি থাকে;

(ঘ) বিনিয়োগকারী কোম্পানির একক এবং একীভূত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(ঙ) বর্তমান ও নূতন পণ্য, ব্যবসায়িক টার্নওভার, মুনাফার মার্জিন, কর, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক, প্রবিধানিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, উৎপাদন খরচ, বাজার অনুসন্ধান, অনুপ্রবেশ, একত্রীকরণ, শিল্পে প্রতিযোগিদের প্রবেশ ও প্রস্থান, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি ব্যবসায়িক প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(চ) কোম্পানির বাৎসরিক মুনাফা বা লোকসান, পুঞ্জীভূত আয় ও সঞ্চিতির অবস্থান, ঘোষিত লভ্যাংশ ও রেমিটেন্স, আয় ও পরিশোধ অনুপাত এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসার বা পুনঃবিনিয়োগ পরিকল্পনা উল্লেখ করিয়া একটি আয় ও লভ্যাংশ ফেরতের প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ছ) বাছাই কমিটি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত বা নির্দেশিত অন্যান্য তথ্য।

১৫। **বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি।**—বিনিয়োগের বিষয়ে কোনো বিরোধের সৃষ্টি হইলে তাহা বিরোধে যুক্ত দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৬। **বিনিয়োগ অপব্যবহারের দণ্ড।**—(১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হইতে বিদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রেরিত সকল অর্থ বা তহবিল এবং বিদেশে বিনিয়োগকৃত বা প্রেরিত অর্থের বা বিদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা, লভ্যাংশ, সুদ, শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিনিয়োগ বিলুপ্তির ফলে অবশিষ্ট অর্থ, বেতন, রয়্যালটি, কারিগরি প্রজ্ঞান ফি, কমিশন, পরামর্শ ফি, বাজারজাতকরণ ফি, ইত্যাদি, যদি থাকে, বাংলাদেশে প্রেরণ (remit) করিবে।

(২) যদি উপ-বিধি (১), বিধি ৮ এর দফা (গ), (ঝ) এবং বিধি ১২ এর দফা (ঙ) এর বিধান মোতাবেক কোনো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রেরণে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ফ) এর উপ-দফা (আ) এর অধীন উহা মানিলন্ডারিং হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এর অধীন বিচার্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালার অন্যান্য বাধ্যতামূলক বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনের section 23 মোতাবেক লঙ্ঘনকারীগণ দায়ী হইবেন।

১৭। **বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার বা গাইডলাইন্স জারির ক্ষমতা।**—বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে এবং বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় সার্কুলার বা গাইডলাইন্স জারি করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ফরম-১
[বিধি ৪(৮)(ক) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	নাম		
২	নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা		
৩	যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম ও পদবি		
৪	টেলিফোন নম্বর		
৫	মোবাইল নম্বর		
৬	প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স নম্বর		
৭	ই-মেইল		
৮	নিগমিতকরণ প্রত্যয়নপত্রের তারিখ		
৯	বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের আইনি সত্তা/প্রকৃতি		
১০	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান যে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, যদি থাকে		
১১	আবেদনকারী/গ্রুপ-এর ব্যবসায়ের ধরন		
১২	মনোনীত ব্যাংকের নাম		
১৩	বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগের সমর্থনে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত		
১৪	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিচালনা, অর্থায়ন ও বিনিয়োগে দক্ষ মানব সম্পদের বিবরণ		
১৫	সিআইবি প্রতিবেদন		
১৬	ক্রেডিট রেটিং		
১৭	রপ্তানি আয় অর্জন ও আমদানি ব্যয় পরিশোধের সক্ষমতা		
১৮	আয়কর প্রত্যয়নপত্র		

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ						মন্তব্য
১৯	পরিচালক/মুখ্য ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ							
২০	পুলিশ অথবা সরকারি কোনো দপ্তর কর্তৃক পরিচালকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ/দায়েরকৃত মামলা/তদন্তের বিবরণ, যদি থাকে							
২১	অনুমোদিত মূলধন							
২২	পরিশোধিত মূলধন							
২৩	দায় ও মূলধনের অনুপাত							
২৪	আর্থিক সক্ষমতা	মিলিয়ন টাকায়						
	বিবরণ	বৎসর-১	বৎসর-২	বৎসর-৩	বৎসর-৪	বৎসর-৫	গড়	
	টার্নওভার							
	কর পূর্ববর্তী মুনাফা							
	কর							
	কর পরবর্তী মুনাফা							
	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রায়)							
২৫	বৈদেশিক মুদ্রায় ERQ হিসাবের স্থিতি							
২৬	বাংলাদেশি টাকায় নিট সম্পদের পরিমাণ							
২৭	বৈদেশিক মুদ্রায় প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ							

উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য এবং যথাযথ মর্মে প্রত্যায়ন করা হইল।

(স্বাক্ষর ও তারিখ)

নাম : ....

সিল

পদবি : ....

টেলিফোন নম্বর : ....

মোবাইল ফোন নম্বর : ....

ফ্যাক্স নম্বর : ....

ই-মেইল : ....

ফরম-২

[বিধি ৪(৮)(খ) দ্রষ্টব্য]

বিদেশি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	প্রস্তাবিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নাম		
২	সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রস্তাবিত ঠিকানা		
৩	দেশের নাম		
৪	প্রাক্কলিত ব্যয়		
৫	অর্থায়ন (ক) ইক্যুইটি :	(ক)	
	(খ) ঋণ :	(খ)	
৬	বিনিয়োগতব্য কোম্পানির ব্যবসায়ের ধরন		
৭	বিনিয়োগকারী কোম্পানির সহিত বিনিয়োগতব্য কোম্পানির ব্যবসায় কীভাবে সম্পর্কিত		
৮	বিদেশে বিনিয়োগের কারণ		
৯	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হইতে দেশের উপকার		
১০	বিনিয়োগকৃত দেশে প্রথম ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রক্ষেপণ : (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		

বিবরণ	বৎসর-১	বৎসর-২	বৎসর-৩	বৎসর-৪	বৎসর-৫	গড়
বিক্রয়						
ব্যয়						
সুদ ব্যয়ের পূর্ববর্তী মুনাফা						
নিট সুদ পরিশোধ						
কর পূর্ববর্তী মুনাফা						
কর সংস্থান						
করোত্তর নিট মুনাফা						
রিটেইন আর্নিংস (Retain Earnings) খাতে স্থানান্তরিত মুনাফা						
রিটেইন আর্নিংস (Retain Earnings) খাতে সংস্থানপূর্ব স্থিতি						
ফেরতযোগ্য মুনাফা						

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
	বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরতের সময় (Payback period)		
	ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)		
	নিট বর্তমান মূল্য (NPV)		
	খরচ-আয় অনুপাত (Cost Benefit Ratio)		
	বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় (ROI)		
১১	বিনিয়োগতব্য দেশের প্রচলিত বিধানে বাংলাদেশ হইতে এই ধরনের বিনিয়োগ অনুমোদিত কি না; এবং মূলধন, লভ্যাংশ ও অন্যান্য আয় যেমন কারিগরি প্রজ্ঞানের ফি, রয়্যালটি, পরামর্শক ফি, কমিশন, ইত্যাদি ফেরত আনয়ন অনুমোদিত কি না; (সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করুন)		
১২	বিনিয়োগতব্য দেশের সহিত বাংলাদেশ সরকারের দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি রহিয়াছে কি না;		
১৩	বিনিয়োগতব্য দেশের সহিত বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি রহিয়াছে কি না;		
১৪	ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) এর আওতায় বিনিয়োগতব্য দেশের বিরুদ্ধে FATF কর্তৃক প্রতিব্যবস্থা (counter measure) গ্রহণের নির্দেশনা রহিয়াছে কি না;		

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১৫	বিনিয়োগতব্য দেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), অফিস অব ফরেন এ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC), ইত্যাদি কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে কি না;		

উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য এবং যথাযথ মর্মে প্রত্যায়ন করা হইল।

(স্বাক্ষর ও তারিখ)

নাম : ....

সিল

পদবি : ....

টেলিফোন নম্বর : ....

মোবাইল ফোন নম্বর : ....

ফ্যাক্স নম্বর : ....

ই-মেইল : ....

ফরম-৩

[বিধি ৪(৮)(খ) দ্রষ্টব্য]

বিদেশে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	প্রতিষ্ঠানের নাম		
২	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা		
৩	দেশের নাম		
৪	যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম ও পদবি		
৫	টেলিফোন নম্বর		
৬	মোবাইল নম্বর		
৭	ফ্যাক্স নম্বর		
৮	ই-মেইল		
৯	প্রাক্কলিত ব্যয়/বিদেশে বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্য/ন্যায্য মূল্য		
১০	বিনিয়োগতব্য/বিনিয়োগকৃত কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং		
১১	অধিগ্রহণ ব্যয় অর্থায়ন (ক) ইক্যুইটি :	(ক)	
	(খ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট) :	(খ)	
১২	বিনিয়োগতব্য কোম্পানির প্রকৃতি/ধরন		
১৩	বিনিয়োগকারী কোম্পানির সহিত বিনিয়োগতব্য কোম্পানির ব্যবসায় কীভাবে সম্পর্কিত		
১৪	বিদেশে বিনিয়োগের কারণ		
১৫	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হইতে দেশের উপকার		
১৬	বিনিয়োগতব্য কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন		
১৭	বিনিয়োগতব্য কোম্পানির শেয়ার প্রতি সম্পদের মূল্য		
১৮	শেয়ার প্রতি ব্যয়/বিনিয়োগ		

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ						মন্তব্য
১৯	বিনিয়োগতব্য/বিনিয়োগকৃত কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)							
	বিবরণ	বৎসর-১	বৎসর-২	বৎসর-৩	বৎসর-৪	বৎসর-৫	গড়	
	আয়							
	রপ্তানি আয়							
	কর পরবর্তী নিট মুনাফা							
	মোট সম্পদ							
	মোট দায়							
	নিট মূল্য							
	বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরতের সময় (Payback period)							
	ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)							
	নিট বর্তমান মূল্য (NPV)							
	খরচ-আয় অনুপাত (Cost Benefit Ratio)							
	বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় (ROI)							
২০	মুনাফা এবং লভ্যাংশের তথ্যাদি (Profit and dividend track record)	অর্থ বৎসর	লভ্যাংশের হার	নিট মুনাফা	নিট মুনাফা (মার্কিন ডলার মিলিয়ন)			
		অর্থ বৎসর-১						
		অর্থ বৎসর-২						
		অর্থ বৎসর-৩						
		অর্থ বৎসর-৪						
		অর্থ বৎসর-৫						
২১	প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণে অর্থ সংস্থানের উৎস (Source of financing for acquiring entities)							
২২	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বা প্রসিদ্ধ মার্চেন্ট বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক শেয়ার মূল্যায়ন প্রতিবেদন							

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
২৩	বিনিয়োগতব্য দেশের প্রচলিত বিধানে বাংলাদেশ হইতে এই ধরনের বিনিয়োগ অনুমোদিত কি না; এবং মূলধন, লভ্যাংশ ও অন্যান্য আয় যেমন, কারিগরি জ্ঞানের ফি, রয়্যালটি, পরামর্শক ফি, কমিশন, ইত্যাদি ফেরত আনয়ন অনুমোদিত কি না; (সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করুন)		
২৪	বিনিয়োগতব্য দেশের সহিত বাংলাদেশ সরকারের দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি রহিয়াছে কি না;		
২৫	বিনিয়োগতব্য দেশের সহিত বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি রহিয়াছে কি না;		
২৬	ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) এর আওতায় বিনিয়োগতব্য দেশের বিরুদ্ধে FATF কর্তৃক প্রতিব্যবস্থা (counter measure) গ্রহণের নির্দেশনা রহিয়াছে কি না;		
২৭	বিনিয়োগতব্য দেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (OFAC), ইত্যাদি কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে কি না;		

উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য এবং যথাযথ মর্মে প্রত্যায়ন করা হইল।

স্থান : ____________

(অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

তারিখ :____________

নাম : ....

পদবি : ....

টেলিফোন নম্বর : ....

সিল

মোবাইল ফোন নম্বর : ....

ফ্যাক্স নম্বর : ....

ই-মেইল : ....

ফরম-৪
[বিধি ৪(৮)(গ) দ্রষ্টব্য]

বিদেশে বিনিয়োগ প্রস্তাবকারী কোম্পানির পরিচালকগণের অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা .... , চেয়ারম্যান/সদস্য পরিচালনা পর্ষদ .... কোম্পানি লিমিটেড এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

(১) .... তারিখে অনুষ্ঠিত এই/আমাদের কোম্পানির .... তম সভায় .... (দেশের নাম) একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে অথবা .... (কোম্পানির নাম)-এর নিয়ন্ত্রণ স্বার্থ রক্ষাকারী .... (টাকার পরিমাণ) টাকা সমমূল্যের .... (বৈদেশিক মুদ্রা/মার্কিন ডলারের পরিমাণ) বৈদেশিক মুদ্রা/মার্কিন ডলারের শেয়ার ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি/গৃহীত হইয়াছে।

(২) আমাদের পরিচালনা পর্ষদ আমাকে/আমাদিগকে 'মূলধনি হিসাব লেনদেন (বিদেশে ইক্যুইটি বিনিয়োগ) বিধিমালা, ২০২১'-এ সংযুক্ত আন্ডারটেকিং এই স্বাক্ষরের অনুমতি দিয়াছে।

(৩) আমরা বিধিমালার সম্পূর্ণ পাঠ সর্তকতার সহিত বিচার/আলোচনা করিয়াছি এবং বিধিমালাতে বর্ণিত আমাদের দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং দায়সমূহ বুঝিয়াছি।

আমি/আমরা, ... , ... এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান/সদস্য(গণ) .... (সংস্থা) বুঝিয়াছি এবং এই মর্মে স্বীকার করিতেছি যে, বিধিমালা ও অনুমতিপত্রের নির্ধারিত শর্ত লঙ্ঘন এবং মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এ বিধৃত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপযোগ্য হইবে।

(স্বাক্ষর ও তারিখ)

নাম : ....

সিল

পদবি : ....

টেলিফোন নম্বর : ....

মোবাইল ফোন নম্বর : ....

ফ্যাক্স নম্বর : ....

ই-মেইল : ....

ফরম-৫
[বিধি ৪(৮)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

অনুমোদনের সময়ে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ গন্তব্যের ব্যবসায়িক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১। মূল কোম্পানির নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ :

কোম্পানির নাম :

কোম্পানির ঠিকানা (নিবন্ধিত কার্যালয়, ডাক যোগাযোগ, ওয়েব সাইট, ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

কোম্পানির চেয়ারম্যান ও সিইও এর নাম (ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

কোম্পানির পক্ষে যোগাযোগকারীর নাম (দাপ্তরিক ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

২। সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ :

কোম্পানির নাম :

কোম্পানির ঠিকানা (নিবন্ধিত কার্যালয়, ডাক যোগাযোগ, ওয়েব সাইট, ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

কোম্পানির চেয়ারম্যান ও সিইও এর নাম (ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

কোম্পানির পক্ষে যোগাযোগকারীর নাম (দাপ্তরিক ই-মেইল এবং ফোন নম্বরসহ) :

(ক) পরিবেশগত অপরিপালনীয় বিষয়সমূহ (অভিযোগ, মামলা-মোকদ্দমা, সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা ইত্যাদি);

(খ) শ্রম অসন্তোষ;

(গ) আগুন, বিস্ফোরণ, ভবন ফাটল/ধসের মতো ঘটনা;

(ঘ) ব্যবসায়ের উপর প্রভাব ফেলিবার মতো অস্থিরতা; যেমনঃ যুদ্ধ, সশস্ত্র সংঘাত, বিপ্লব, দাঙ্গা, অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ, জাতীয় জরুরি অবস্থা, নাগরিক অশান্তি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি;

(ঙ) ব্যবসায়ের উপর প্রভাব ফেলে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়; যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, ভূমি ধস;

(চ) ব্যবসায়ের হুমকি এবং সুযোগ সৃষ্টি করে এইরূপ প্রধান সরকারি নীতি পরিবর্তনসমূহ;

(ছ) সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম;

(জ) বাংলাদেশ সরকারের হাইকমিশন বা, ক্ষেত্রমত, দূতাবাস এবং বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এর মধ্যে যোগাযোগ;

(ঝ) সরকারি সংস্থা কর্তৃক পুরস্কার এবং স্বীকৃতি;

(ঞ) অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পুরস্কার এবং স্বীকৃতি;

(ত) বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে (বিরূপভাবে বা অনুকূলভাবে) এইরূপ অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুসমূহ;

(থ) কোম্পানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইলে এইরূপ সমস্যার তালিকা যাহার জন্য বাংলাদেশ সরকারের হস্তক্ষেপ/কূটনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে; এবং

(দ) বিনিয়োগ গন্তব্যে .... (দেশের নাম) ব্যবসায় ও বিনিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে কি না সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন বা, ক্ষেত্রমত, দূতাবাসের মন্তব্য-সংবলিত প্রত্যয়নপত্র।

....
(অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর এবং তারিখ)

নাম : ....

পদবি : ....

টেলিফোন নং : ....

মোবাইল নং : ....

ফ্যাক্স : ....

(সিল) ই-মেইল : ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd